







জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস

২৮ এপ্রিল ২০২১

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে শেখ হাসিনার সরকার









১৫ বৈশার ১৪২৮ বঙ্গান্দ २४ अधिम, २०२३ शिम

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২১' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারকে অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অসচ্ছলতা, অজতা ও নানাবিধ আর্থ-সামাজিক পতিকলতার কারণে দেশের দরিদ ও সহায় সম্বলহীন জনগণ অনেক ক্ষেত্রে আইনের সমান আশ্যালাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। সংবিধানে বর্ণিত 'আইনের সমান আশ্রয়লাভ' এর অধিকারকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০'। এ আইনকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কার্যকর করার মাধ্যমে সমাজের হতদরিদ্র ও অসচ্ছল জনগোষ্ঠী বর্তমানে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা পাছে। সরকারের এ আইনগত সহায়তা কার্যক্রমে সকলের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদ্যাপন গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার

সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ও 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে সরকাতি আইন সহায়তা কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিচারক, আইনজীবী, এনজিও কর্মী, মানবাধিকার কমী, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগের উপর নির্ভর করছে আইনি সহায়তা কার্যক্রমের সফলতা। চলমান করোনা মহামারির কারণে থাতে এ কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো ব্যাখাত না ঘটে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সমাজে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে

আমি 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০২১' উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।







লাতীর অহিনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা मती ১৫ বৈশাখ, ১৪২৮ বঙ্গাখ ২৮ এপ্রিল, ২০২১ প্রিয়াদ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপনের বছরে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা নিবস-২০২১' উপলক্ষ্যে সকলকে জ্ঞানাই আন্তরিক বভেচ্ছা ও অভিনন্ধন।

একটি সুখী-সমৃদ্ধ, শোষণ-বঞ্জনামুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙালি, নিশীড়িত মানবের মুক্তির মহানায়ক, সোনার বাংলার স্পুশ্রন্ধী, জাতির পিতা বঙ্গবড়ু শেখ মুক্তিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে উপহার দিয়ে গেছেন স্ষেষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে, প্রজাতপ্তের সকল নাগরিক আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সনিচ্ছায় জনগণের উক্ত সাংবিধানিক অধিকারকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিকভাবে অসঙ্কল, সহায়-স্থলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রান্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদানকল্পে 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০' প্ৰণয়ন কৰা হয়। কিন্তু ২০০১ সালে জননৈত্ৰী শেখ হাসিনা ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষমতা হস্তান্তৱের পৰ প্ৰায় সাডে সাত বছর উক্ত আইনের বাস্তবায়ন কার্যক্রম স্তিমিত খাকে। এরপর ২০০৯ সালে তিনি পুনরায় সরকার গঠন করলে আইনটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম আলোর মুখ দেখে।

এ আইনের সফল বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে গত একযুগ ধরে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে। গরিব-নুঃখী ও অসহায় মানুষের জন্য আইনি সহায়তা কার্যক্রমকে গতিশীল ও সেবাবান্ধব করে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁর সরকার ২০০৯ সালে ঢাকায় জাতীয় আইনগত সহয়তা প্রদান সংস্থার (এনএগএএসও) প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে। সরকারি আইনি সেবা প্রদানের বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে মদ্রিসভার বৈঠকে প্রতি বছরের ২৮ এপ্রিলকে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ঘোষণা করা হয় এবং সে সময় থেকে দেশব্যাপী প্রতিবছর এ দিনে নানারকম অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যে দিয়ে দিবসটি উদ্যাপন করা হচ্ছে। ২০১৫ সালে জাঙীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার নিয়ন্ত্রণে প্রতি জেলায় লিগ্যাল এইড অফিস স্থাপনসহ বাংলাদেশ সুস্রীম কোঁট, চৌকি আনালত এবং শ্রম আনালতে লিগালে এইডের কার্যক্রম চালু করা হয়। জেলা লিগালে এইড অফিসঙলোতে একজন করে সিনিয়র সহকারী জল্পসহকারী জল্প পদমর্থীদার বিচারককে লিগালে এইড অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। লিগ্যাল এইড অফিসগুলোকে এখন ওধু আইনি সহায়তা প্রদানের কেন্দ্র হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। মামলাজট কমানোর লক্ষ্যে এসৰ অফিসকে 'এভিআর কর্নার' বা 'বিকল্প বিরোধ নিম্পত্তির কেন্দ্রস্থল' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া সরকারি আইনি সেবা প্রদান আরও বিস্তৃত ও সহজ করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে টোল ফ্রি জাতীয় হেল্লভাইন ১৬৪৩০ চালু করা হয়েছে। এ হেল্পাইনের মাধ্যমে দেশের যে-কোনো প্রান্ত থেকে যে কেউ বিনামূল্য আইনি পরামর্শ ও সহায়তা নিতে পারছেন।

করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রানুর্ভাবকালেও লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে আইনি সহায়তা কার্যক্রম, আইনি পরামর্শ এবং এডিআর পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম সফলতার সাথে চলমান আছে। বর্তমানে এ সংস্থার মাধ্যমে ভিজিটাল পদ্ধতিতে বিচারপ্রাধী জনগণকে আইনি পরামর্শ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও মার্চ ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত এ সংস্থার মাধ্যমে ৫৪,৩০৩ জনকে আইনি পরামর্শ প্রদান, ২৩,১৬৯ জনকে আইনগত সহায়তা প্রদান এবং ১৩,৩৫৪টি মামলা এডিআর পদ্ধতিতে নিম্পত্তি করা হয়েছে। অধিকন্ত্র ক্ষতিগ্রন্ত বিচারপ্রার্থীদের ২৪,৩২,৩৯,৯৮০/- (চব্দিশ কোটি বত্রিশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার নয়শত আশি) টাকা আদায় করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

ফলে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা এখন দেশের দরিদ্র ও অসহায় বিচারপ্রার্থীদের জ্না এক আলোকবর্তিকায় রূপ নিরেছে। বিচারক, আইনজীবী, সরকারি-বেসরকারি সংগঠনসহ সর্বস্তরের মানুযের অকুষ্ঠ সমর্থন পেলে সরকারি আইনি সেবা কার্যক্রম আরও কার্যকর, গতিশীল ও শক্তিশালী হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০২১' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এ দিবস উদ্যাপনের সাথে সংশ্রিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাছি

करा बाला, करा वश्वक বাংগাদেশ চিরজীবী হোক:



বিনামূল্যে লিগ্যাল এইড প্রবর্তনঃ শেখ হাসিনা সরকারের অনন্য অর্জন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান ছপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধ শেষ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে সকল নাগরিকের আইনের সমান অপ্রোলনাভের অধিকার গণগুজাতত্ত্বী বাংলাদেশের সহবিধানে সন্ধিবেশিত করেন। সংবিধানে দরিদ্র, অসহায় ও সুবিধাবজিত নাগরিকদের নায়বিচারে প্রশোধিকার নিশ্চিত করার নীতি ও বিধান অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে মুগত একটি দরিদ্রবাদ্ধর লিখ্যাল এইত ব্যবস্থারই সূচনা থটে। এ ধারাবাহিকতার বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে বাংলাদেশে সরকারি অধিনাথত সহায়তা কার্যক্রম জাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং বর্তমানে তা তৃগমূল পর্যায় পর্যন্ত মানুষের মাঝে

মার্থিকভাবে অসম্ভল, সহায়সমূলহাঁন এবং নানাবিধ আর্থ,সামাভিক কারণে বিচার প্রান্থিতে অসমর্থ ভনগোষ্টীর আইনগত অধিকার স্থাবিক্তরার অবাধ্যার প্রবিদ্ধান করে বিশ্বর স্থাবিক্তর করের বিক্তর আছিল এবং করিছের সাহিত্য করিছের স্থাবিক্তর জ নিশ্চিককছে ভাসেরকে অইনগড় সহয়েকা প্রদানের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বত ২০০০ খ্রিষ্টাবে ক্ষমহায় খাহাকাসে 'আইনগড় সংস্থাতা প্রদান আইন,২০০০' প্রশায়ন করেন। এ আইনের আরভায় 'প্রাতীয় আইনগড় সংস্থাতা প্রদান সংস্থা' প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং দেশের সুবিধারপিত দক্ষিত্র, অসহায় মানুহের আইদের সমান আহ্মদাত ও আইদি কারামোর প্রবেশাধিকার নিজিত করার উদ্দেশ্যে এ সংস্থার অধীনে প্রত্যেক জেলার আদালত প্রাপ্তদের কমান আশ্রমণাত এইভ অফিন প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আইনখত সহায়তা প্রান্তি নিজিত করার জন্য স্থাপন করা হয় সুস্তীম কোর্ট লিগ্যাল এইভ অফিন। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নিশ্বাল এইভ কমিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন দিখ্যাল এইভ কমিটি গঠন করা হয়। পর্যন্তক্তম নৈশের সকল চৌকি আদালতে ও শ্রম আদালতে গঠিত হতেছে বিশেষ কমিটি। এভাবে সরকার জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার তল্লাকধানে সুবিধার্যক্ষিত ও বিচার পেতে অসমর্থ প্রাপ্তিক জনগোরীকে সরকারি গরতে আইনগত সহয়তা প্রদান করে যাতেছ।

লিগ্যাল এইড অফিস যে সকল সেবা প্রদান করে

- যে কোনো ব্যক্তি, তার আর্থিক সামর্থ্য যাই হোক না কেন, সরবারি আইনগড় সহায়তা কর্মসূচির আওভার পরিচালিত আইনগড় তথ্য সেরা গ্রহণ, আইনগড় পরামর্শ গ্রহণ কিবো বিবাদমান পঞ্চসমূহের মহো আপসহোগ। বিরোধসমূহ বিকল্প বিরোধ নিশ্পত্তি বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিশ্পত্তি করার সেবাসমূহ; অসহায় ও সরিদ্র ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মামলা সায়েবের প্রয়োজন হলে সরকারি ধরতে মামলা নায়ের ও
- পরিচালশা করা: মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ:
- আদাগত থেকে প্রেরিত মামলাসমূহ মধ্যস্থতা করা;
- বনাম্ল্যে ওকালতনামা সরবরাহঃ
- আইনজীবীর ফি পরিশোধ; মামলার সাথে সম্পর্কিত প্রাসন্ধিক সকল বায় পরিশোধ; ফৌজনারি মামলার প্রিকায় বিজ্ঞান্তি প্রকাশের বায় পরিশোধ;
- মধাস্থতাকারী বা সালিশকারীর সম্মানি পরিশোধঃ
- ক্ষর হত্তব্যা বা সালস্ক্ররের সম্মান সমানের। ডিএনএ টেস্টের যাবতীয় ব্যয় পরিশোষ; বিনামূল্যে রায় কিংবা আনেশের অনুগিপি সরবরাহ।

যারা সরকারি আইনি সেবা পাবেন

- অসচ্ছল বা আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তি যার বার্ষিক গড় আয় সুশ্রীম কোর্টে আইনুগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে
- ১,৫০,০০০/- টাকা এবং অন্যান্য আদালতের ক্ষেত্রে ১,০০,০০০/- টাকার উপ্পে নহ: কর্মজ্ঞ নন, আদিক কর্মজ্ঞ, কর্মহীন বা বার্ষিক ১,৫০,০০০/- টাকার উপ্পে নর: কর্মজ্ঞ নন, আদিক কর্মজ্ঞ, কর্মহীন বা বার্ষিক ১,৫০,০০০/- টাকার উপ্পে আর করতে অক্ষম এমন মুক্তিযোদ্ধা: যে কোনো শ্রমিক যার বার্ষিক গড় আর ১,০০,০০০/- টাকার উপ্পে নয়: যে কোনো শিতঃ
- মানব পাচারের শিকার যে কোনো ব্যক্তিঃ শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন এবং যৌন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিকঃ
- নিরাশ্রয় ব্যক্তি বা ভবসুরে:
- সমাত্রেশ ব্যক্তির। যে কোনো কুলু জাতিসজা, নৃ-গোজী ও সম্প্রদারের লোক; পারিবারিক সহিংসভার শিকার অথবা সুহিংসভার ঝুঁকিতে আছেন এরূপ যে কোনো সংক্র্রু ব্যক্তি;
- বয়ন্ধ ভাতা পাছেন এরপ কোনো ব্যক্তিঃ তি জি তি কার্ডধারী দুঃছ মাতা: দুর্বৃত্ত কর্তৃক এসিত দছ নারী বা শিক
- আদর্শ গ্রামে গৃহ বা ভূমি বরান প্রাপ্ত ব্যক্তি
- অস্ত্রজন বিধবা, সামী পরিত্যকা এবং দুয়ে মহিলা; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিঃ
- মাত্ৰনৰ ব্যক্তি। আৰ্থিক অসম্ভলভাৱ কাৰণে আদাগতে অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠা বা আগ্ৰাপক্ষ সমৰ্থন কৰতে অসমৰ্থ ব্যক্তিঃ বিনা বিচারে আটিক এমন ব্যক্তি যিনি আন্তল্পক সমর্থন করার ইথায়ত বাবস্থা গ্রহণে আর্থিকভাবে অসচ্ছলঃ আদালত কর্তৃক আর্থিকভাবে অসহায় বা অসচ্ছল বলে বিবেচিত ব্যক্তি। জ্ঞোল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আর্থিকভাবে অসহায় বা অসচ্ছল বলে বিবেচিত ব্যক্তি।

তথ্য পরিসংখ্যানে সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রম

আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রম : ভাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সন্থো ২০০১ থেকে মার্চ ২০২১ খ্রিয়াব্দ পর্যন্ত সর্বমোট ্বিত্ৰ ১৮০০ (স্থা লক্ষ্যান বাজ্যা আটাও আশি) ভ্ৰম বাজিকে সৱকাৰি আইনি সেৱা ভ্ৰমান করছে, যার মধ্যে ৬৯টি জেলা কমিটির মাধ্যমে ২,৮৯,৯৬৮ জনকে সরকারি বরচে মামলা নারের ও আইনজীবী নিয়োগসহ প্রাবদিক সকল বার নির্বাহ করতে সহায়তা করা হয়েছে। সহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ১,৪৬,৪১১ জন নারী ও ১,৪২,৪১৫ জন পুরুষ এবং ১১৪২ জন শিত।

বিরোখ/মোকদমার (অ-তের্বস+শোস্ট কেইস) মধ্যে ৪১,০০২টি বিরোখ/মোকদমা বিবন্ধ পদ্ধতিকে নিশ্পত্তি করে উপবারজেশীদেরকে ৫৭,০৯,১৫,২৬৮/- (সাজায়ু কোটি নয় লক্ষ্য পদেরে হাজ্যর দুইশক আট্মন্তী) টাকা আদায় করে দিকে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১০০৪টি মোকদমা বিকল্প পদ্ধতিকে বিরোধ নিশ্পত্তির কলে প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিদ্যাল এইড মামলা নিম্পত্তি : ২০০৯ থেকে মার্চ ২০২১ খ্রিয়াথ পর্যন্ত পারিবারিক, দেওয়ানি, ফৌজদারিসহ সর্বমোট ১,৩৭,৬৫৪

বিষয়ে বিরোধ নিম্পত্তি কার্যক্রম : সংস্থা জুলাই ২০১৫ খ্রিয়ান হতে মার্চ ২০২১ খ্রিয়ান পর্যন্ত সর্বমোট প্রাপ্ত ৪৭,১২৮টি

(এক লক্ষ্ম সাতিমিশ হাজার ছার্নাত হুয়ার) টি লিগালে এইজের মামলা নিশ্বত্তি হয়েছে। নিশ্বতিকৃত মামলাসমূহের মধ্যে লেওয়ানি ১৮,৬৭২টি, কৌজদারি ৮৯,৩৯৯টি, শারিবারিক ২৮,৬৮৭টি এবং অন্যান্য ৮৯৬টি। আছাতা ২০০৯ থেকে মার্চ ২০২১ খ্রিক্তাপর্যন্ত সূত্রীম কোর্টে ২০৪৬টি মামলায় সরকারি খরতে আইনি সহায়তা দেওয়া হয়েছে এবং ১৯,৭৩৭ জনতে আইনি পরামর্শ দেওরা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৫ খ্রিটান্দের ৮ সেপ্টেম্বর সূপ্রীম কোর্ট দিগালে এইড অফিস আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। শ্রমিক আইনগড় সহায়তা সেল : দবিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকদের আইনগড় অধিকার প্রতিষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সংস্থা ২০১৩ খ্রিটাব্দে ঢাকার শ্রম আদাপতে ও ২০১৬ খ্রিটাব্দে চট্টশ্রমস্থ শ্রম আদাপতে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপন করেছে। এ দু'টি সেলের মাধ্যমে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত ১৪,৯৫৫ জনকে আইনি পরামর্শ প্রদান, ৩০৭০টি মামলা দারের,

দুইশত সাত্ৰিল) টাকা আদায় কৰা হছেছে। প্ৰয়িৱক্তমে দেশে বিদামান সকল শ্ৰম আদালতে শ্ৰমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপন কৰা কারাবন্দিদের আইনগত সহায়তা : আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অনেক কারাবন্দি করোগারে অসহায় জীবনযাপন করছে। জাতীয় ক্ষায়ান্যকার নাল্যক ক্ষাত্রকাত করিছে। আনক ক্ষাত্রকাত কাল্যক ক্ষায়ান্যকার ক্ষান্তর বাবকালে কাল্যকার আজিল ক্ষা আইনেশত সহায়তা প্রদান সংস্থা ২০১২ সাল থেকে মাই ২০২১ খ্রিয়ান্য পর্যন্ত কাল্যকে আজিল থাকা ৮৫,৭৫২ জন অসহায় কাল্যবিদ্যুকে সরকারি আইনসত সহায়তা প্রদান করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে কার্যকর জুমিকা পালন করেছে।

৩০০টি যামগা নিম্পন্তি, ২৫৮ জনকৈ চাতুলিতে পুনৰ্বহাগ এবং ৭১টি সাময়িক বরখান্তের আদেশ বাভিগ করা হয়েছে। এছাড়া ১১৭৭টি বিয়েবে বিকল্প পছতিকে নিম্পন্তি এবং অভিপূরণ বাবদ ৪,৭৮,৯৯,২৩৭/- (চার কোটি আটান্তর গক্ষ নিরামকাই হাজার

করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবকালে সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রম

হরোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকালে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসূল হক, এমপি'র নির্দেশনায় আইন ও বিচাবে বিভাগের অধীন জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা সাধারণ মানুষের জন্য আইনগত পরামর্শ কার্যক্রম আরও জোরনার করেছে। এ উদ্দেশ্যে ১২ই এপ্রিল ২০২০ তারিখে জাতীয় হেচুলাইন ১৬৪৩০ টোল ফ্রি নমরটি ৮ ঘন্টার পরিবর্তে ২৪ ঘন্টার জন্য চালু করা হয়েছে। ফলে যে কোনো সময়ে অসহায় শ্রমিকরা ফোন করে ভানের আইনগত সমস্যা জানাচেছ্ এবং শ্রম আইন অনুসারে ডানের আইনগত অধিকার সম্পর্কে জানতে পারছে। পারিবারিক সহিৎসতা বা যে কোনো আইনি বিবার সাধারণে মানুত্র ১৮৯৮০ স্কেজাইন নগরের পারশাপ্তর হয়ে। সারামেশের লিগায়াল এইত অভিসারদের এই সেবার সাথে সংগ্রুভ করা হয়েছে। জার্কার আইনি সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী লিগায়াল এইত অভিসারদের কছে খেকে কল ট্রাকফার করা হয়েছে। করোনাভাইরাসের এ প্রাদৃত্তিবিভালে সরকারের আইন সহায়তা কার্যক্রম, আইনি পরামর্শ এবং বিকল্প বিরোধ পছতিতে মামলা নিস্পত্তি কার্যক্রম সকলতার সাথে চলমান আছে। করোনাভাইরাসের এ প্রাদৃত্তিবিকলে মার্ড ২০২০ থেকে মার্ড ২০২১ পর্যন্ত এ সংস্থার মাধ্যমে ৫৪,৩০৩ জনকে আইনি প্রামর্শ প্রদান, ২৩,১৬৯ জন ব্যক্তিকে আইনগত সহায়তা প্রদান এবং ১৩,৩৫৪টি মামলা বিকল্প বিরোধ পছতি প্রয়োগের মাধামে নিশান্তি করা হয়েছে। এ সংস্থা কতিগ্রন্থ বিচারাধাণিপকে ২৪,৩২,৩৯,৯৮০ (চকিশ লোটি বরিল গল্প উন্চান্তিশ হার্লার নয়শত আশি) টাকা আদায় করে দিতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও মার্চ ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ খ্রিজন্দ পর্যন্ত ৯,৬৪৫টি মামলা নিশান্তি করা হয়েছে। করোনার সংক্রমণকালে সংস্থা অনলাইনে আবেদন গ্রহণের মাধ্যমে কারাবন্দিসহ অসহায় বিচারপ্রাধীদের জন্য প্যানেগ আইনজীবী নিয়োগাহ সকল কাৰ্যক্ৰম সম্পাদন কৰেছে। এছাড়াও অনলাইন মেডিয়েশনের উদ্যাগ গ্ৰহণ করা হয়ছে। করোনাভাইরাদের সংক্রমণজনিত বৈদ্ধির বিপর্যরের সময়ে ৭,৩৬০ জন কারাগাবে অটককৃত ব্যক্তিকে আইনগত সহায়তা রসাম করা

সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন টোল ঞ্জি নম্বর ১৬৪৩০

মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনার সরকার অসহায়, দক্ষি, নিৰ্মাতিত সকল শ্ৰেণির মানুষের বিচারে প্রবেশাধিকার অধিকারকে সর্বোচ্চ তক্তত্ব আরোপ করে সর্বোচ্চম সমূজ পদ্ধায় আইনি সেবাপ্লান্তি নিশ্চিত করার গজেঃ "সরকারি আইনি সুবার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান' প্রকল্পের আন্ততায় সরকারি অর্থায়নে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় হেপ্পদাইন কলসেন্টার ১৬৪৩০ ছাপন করে। ২৮ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিষ্টান্দ জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনা 'সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্লগাইন -১৬৪৩০' এব তত উধোধন করেন। উধোধনের পর থেকেই উক্ত টোলু ক্রি ১৬৪৩০ হেল্লগাইন নমরে সারা দেশ হতে অসহায় ও সাধারণ মানুষ আইনি পরামর্শ ও তথ্যের জনা জোন কল করে যাজে। জাতীয় হেল্পাইনের মাধ্যমে ২০২১ ব্ৰিষ্ঠাপের মার্চ পর্যন্ত ২৯,২০০ জন নারী, ৮১,১৮৬ জন পুরুষ, ১২৯২ জন শিক এবং ২৭ জন বৃত্তীয় দিঙ্গের ব্যক্তিসহ মোট ১,১১,৭০৮ (এক কক্ষ এগারো হাজার সাতশত আটিরিশ) জনকে বিনামুদ্যে আইনগত তথ্য সেবা ও পরামর্শ প্রসান করা হরেছে। করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে জাতীয় হেল্লগাইন কলসেন্টার ২৪ ঘন্টা খোলা রেখে বিচারপ্রার্থী লনখণকে বিভিন্ন ধরনের আইনি

সরকারি আইনি সেবার ডিজিটাইজেশন

বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির মুগে সরকারের 'ভিজিটাণ বাংলাদেশ' রূপকল্প-কে সামনে রেখে ক্রততম সময়ে সরকারি আইনি সেবা কার্যক্রম জনগণের মাবে পৌরে দিতে ও জবাবনিহি নিজিত করতে সংস্থা ক্রমাণত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাছের। সরকারের এঠা প্রকল্পর করিধারি সহায়তার সংস্থা নিজাপ বাবস্থাপনায় www.nlaso.gov.bd ওল্পেবস্থিটিট পরিচালনা করছে। ওল্পেবস্থিটি জালিয় আইনণাত সহায়তার প্রদান সংস্থার সিটিকেল চটিল্ল, প্রথান কর্মাণায় সম্পর্কিত তথ্যাদি, আইনণাত সহায়তার তথ্য, নাশানাল হেক্কলাইন নথর, সকলু জেলা লিখ্যাল এইত অফিসের হটলাইন নথরসূহ যোগাযোগের রিকানা, বিভিন্ন করম এবং আইনণত সহায়তা সম্পর্কিত আইন ও বিধিমালা আপলোড করা আছে যা যে কেনো ব্যক্তি ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতে পারেন





প্রধানমন্ত্রী াণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ বৈশাৰ, ১৪২৮ বঙ্গাদ

২৮ এপ্রিল "জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস, ২০২১" পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে সংখ্রিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক কভেচ্চা জানাচিচ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম স্বপ্ন ছিল সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার ও সূবিচার নিশ্চিত করা। বঞ্চবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭২ সালে সংবিধানে মানুষের মৌলিক অধিকার এবং সব নাগরিকের আইনের আশ্রয় পাওয়ার সমানাধিকার নিশ্চিত করেন

কিন্তু ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে হত্যার পর দেশে আইনের শাসন ও মৌলিক মানবাধিকার ভুলুন্তিত হয়। '৭৫ পরবর্তী বিএনপি-জামাত জোট সরকার হত্যা, কু, নির্বাতন ও নিপীড়নের রাজতু কারেম করে। সুবিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়। দেশের জনগণ আইনগত সহায়তা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

আওয়ামী লীগ সরকার আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচছে। আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায় সম্পর্হীন ও নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে দেশের কোনো নাগরিক যেন ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না হয়, সে লক্ষ্যে আমরা 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০' প্রণয়ন করেছি।

অসহায়, দরিদ্র ও নিঃস্ব জনগণকে বিনা খরচে সরকারি আইনগত সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। জেলা দিগ্যাল এইড অফিসসমূহ 'বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি'র কেন্দ্রন্থল হিসেবে মামলার পক্ষসমূহের মধ্যে আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে বিরোধ নিম্পত্তি করছে- যা সারাদেশের আদালতসমূহে মামলাজট ব্রাস করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের এই কঠিন সময়েও সরকারের আইনগত সহায়তা কার্যক্রম সফলতার সাঞ্চে চলমান রয়েছে। ভিজিটাল মাধ্যম প্রয়োগ করে বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনি পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে চাই। এজন্য সমাজে প্রতিটি ক্ষেত্রে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে। নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করতে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সকল ধরনের ভয়ভীতি ও বৈষম্য দূর করে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি'র অন্যতম লক্ষ্য 'ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার' বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্চি।

আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজের সকল ক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিত করে আমরা জাতির পিতার স্বপ্লের কুধা-দারিদ্রামৃক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ। আমি 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০২১' এর সার্বিক সাঞ্চল্য কামনা করছি।

> জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধূ বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক। prosen শেখ হাসিনা



বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।



সচিব আইন ও বিচার বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৫ বৈশাৰ, ১৪২৮ বছাৰ ২৮ এপ্ৰিয়, ২০২১ বিটাৰ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবদ্ধ শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং মহান স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপনের বছরে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০২১' উপলক্ষ্যে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জাতির পিতা বলবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে ৩০ লক্ষ শহিদের রক্ত ও ২ লক্ষ মা-বোনের সমুমহানির বিনিময়ে ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। মহান মন্ডিয়ন্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি লাল সবুজের পতাকা, যার অন্যতম লক্ষ্য ছিল শোষণমূক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ করে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন ও সুবিচার নিশ্চিত করা।

হতদবিদ্র ও আর্থিকভাবে অসঞ্চল মানুষকে আইনগত সহায়তা প্রদান করার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনার সরকার 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০' প্রণয়ন করেন এবং জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেন।

কিছু ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর এ আইনের বাস্তবায়ন কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবায় বাছীয় ক্ষমতা গহুণ করলে আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রম সক্রিয়করণের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২০১৪ সালের ১২ই জানুয়ারি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্ৰী হিসেবে জনাৰ আনিসূল হক, এমপি দায়িত গ্ৰহণের পরেই সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমকে আরও জনবাদ্ধর ও সম্প্রসারিত করার উপর বিশেষ গুরুত প্রদান করেন। তাঁর দিক-নির্দেশনায় সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস, চৌকি আদালত বিশেষ কমিটি, শ্রম আদালত বিশেষ কমিটি, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন ও সক্রিয়করণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০১৬ সালে মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনায় সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমকে ডিজিটাইজেশন করা হয়। এ বাবস্থাপনার আওতায় অন্তর্ভক করা হয় জাতীয় হেরলাইন কলসেন্টার ১৬৪৩০। সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় লিগ্যাল এইড সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে চালু করা হয় লিগ্যাল এইড অনলাইন কাৰ্যক্ৰম।

করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবের এ বৈশ্বিক দুঃসময়ে মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনায় জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা জাতীয় হেল্ললাইন কলসেন্টার ২৪ ঘন্টা খোলা রেখে বিচারপ্রার্থী জনগণকে বিভিন্ন ধরনের আইনি পরামর্শ প্রদান করে যাচ্ছে। করোনাভাইরাসের এ প্রাদৃর্ভবিকালেও লিগ্যাল এইড সেবা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে

বিনামূল্যে আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য এর ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন। ২৮ এপ্রিল-কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' ঘোষণা করায় সারাদেশে আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটবে বলে আমার বিশ্বাস।

'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০২১' পালন সফল হোক এ প্রত্যাশায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, ভায় বন্ধবন্ধ

alex also

মোঃ গোলাম সারওয়ার

সরকারি আইনি সেবা সম্পর্কে প্রচার-প্রচারখা ও জনসংচতনতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে https://www.facebook.com/bdnlaso নামে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্কৃত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাছে। সংস্কৃত প্রচার আইনি সেবা

প্রচার কার্যক্রম

ইপেক্ট্রেনিক মিডিয়া ব্যবহার করে সর্বারি আইনি দ্বোহ্রান্তি ও এর কার্যজম প্রচারের নিমিন্ত সডেকনতা বৃদ্ধির জন্য সংস্থা বিভিন্ন সমায়ে TVC (টেলিভিসন কমার্শিয়ান্) নির্মাণ করেছে। প্রচারণামূলক এসব টিভিসি বর্তমানে বিটিভিসং বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও বেতারে প্রচার করা বচ্ছে।

মাধাৰণ মাধান মাধ

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০২১ উদ্যাপন

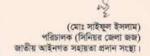
ত্থমুল পর্বাহে সরকারের জনকল্যাপমূলক এ সেবার বার্তা পৌছে দেওয়ার উদ্দেশ্য ও সরকারি আইনি দেবা বিষয়ে অধিকতর সডেকলতা সুষ্টির লক্ষ্যে তারিখকে 'জাতীয় আইনিগত সহায়তা নিবস' পালনের সিভান্ত আইনিগত সহায়তা নিবস' পালনের সিভান্ত আইনিগত সহায়তা নিবস' পালনের সিভান্ত আইনিগত সহায়তা নিবস' পালনের মধানীয় প্রদিব্ধ করেন। অতি বিস্কুল করেন। অতি বিষয়ে দেশবালী বালি, লিখালে এইভ মেলা, রকলান কর্মসূচি, পথনাটা, সভা-সেমিনার আয়োজনের মধ্য নিহে যথাযোগ্য মর্থালায় এ নিবসটি পালন করা হয়। করেনাভাইরাস (কোভিড-১৯) আনুর্ভাবের কারাণে এ বংসর সাভ্যুব্ধে জাতীয় আইনগত সহায়তা নিবস উল্লেখিক কলেবর অব্ধান্ত করেনাভাইরাস (কোভিড-১৯) আনুর্ভাবের কারাণে এ বংসর সাভ্যুব্ধ জাতীয় আইনগত সহায়তা নিবস করেনাভাইরাস (কোভিড-১৯) আনুর্ভাবের কারাণে এ বংসর সাভ্যুব্ধ জাতীয় আইনগত সহায়তা নিবস করেনাভাইরাস (কোভিড-১৯) আনুর্ভাবের কারাণে এ বংসর সাভ্যুব্ধ জাতীয় আইনগত সহায়তা নিবস করেনাভাইরাস (কোভিড-১৯) আনুর্ভাবের কারাণে এ বংসর সাভ্যুব্ধ জাতীয় আইনগত সহায়তা নিবস করেনাভাইরাস (কোভিড-১৯) আনুর্ভাবের কারাণে এ বংসর সাভ্যুব্ধ জাতীয় আইনগত সহায়তা নিবস করেনাভাইরাস (কোভিড-১৯) আনুর্ভাবের করেনাভাইরাস (কোভিড-১৯) আনুর্ভাবের কারাণে এ বংসর সাভ্যুব্ধ জাতীয় আইনগত সংস্কৃতি সালন করেনাভাইরাস (কোভিড-১৯) আনুর্ভাবের করেনাভাইরাস (কোভ

উপসংহার

সরকারি আইনি সেবার কাঠ্জম দেশের ভূগমূল পর্যায় পর্যায় বিস্তৃত হয়েছে যার সুষ্পল চোপ করছে সুবিধাবিজ্ঞিত ও বিচারপ্রান্তিতে অসমর্থ জনগোজী। বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী আইনগত সহায়তা প্রদান নাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আইনি সেবার মান উত্তাত করে নায়বিচার অভিসমাতায় সরকারে অইনগত সহায়তা প্রদান কর্মক ক্র

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা আইন ও বিচার বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়





প্রকাশনা: জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্কা, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতর, তথা ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

